Escra - Prabandho – Others – Prasango Little Magazine : Samasya O Shambhabana – Pragoti Mayeti
ইস্‌ক্রা - প্রসঙ্গ লিটল ম্যাগাজিন ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা - প্রগতি মাইতি

এখনও 'লিটল ম্যাগাজিন' এই শব্দযুগল আম জনতার অজানা। যেমন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে'স্বাধীনতা দিবস' কী, প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি কে বা কারা - এ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। প্রত্যন্ত গ্রামই বা কেন, খোদ কলকাতা শহরে কিংবা বিভিন্ন জেলা শহরগুলিতেও অধিকাংশ মানুষের লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কেকোনধারণাই নেই। আবার একটা বিশাল সংখ্যক মানুষ লিটল ম্যাগাজিন নামটা শুনলেও ধারণা খুব স্বচ্ছ নয়। আই. টি'রযুগান্তকারী অগ্রগতির সময়েও গরুর লেজ মুড়ে কিংবা লাঠির বাড়ি দিয়ে গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে যে চাষি জমিদারেরকাছে নির্লজ্জ শর্তে শ্রমে লিপ্ত, চায়ের দোকানে দিবা-রাত্রি খাটা কিংবা রেলস্টেশনে যে ছেলেটি জুতো পালিশ করে, যন্ত্রের সঙ্গে লড়াই করে যে শ্রমিককে অর্ধাহারে থাকতে হয় - এই যে বিশাল সংখ্যক মানুষ - এদের সম্পর্কে সে উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা যা-ই লেখা হোক না কেন - এরা লিটল ম্যাগাজিন এই শব্দযুগল কস্মিন কালেও শোনেন নি। প্রকৃতপক্ষে লিটল ম্যাগাজিন শহুরে মধ্যবিত্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আত্মপ্রতিভা বিকাশের একটি হাতিয়ার। এই প্রবণতা শহর কলকাতা ছাড়িয়ে বিভিন্ন জেলা শহর, মহকুমা শহরেও প্রসারিত হয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়।

তথাপি লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। এবং বাড়ছে শুধু নয়, কেবল পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিতলিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা (প্রকৃত সংখ্যা মনে হয় সন্দীপ দত্তেরও জানা নেই) সারা বিশ্বের প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তাই এরকম একটি বিষয়কে 'মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশের হাতিয়ার' বলে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না যেমন ঠিক, আবার এও ঠিক - লিটল ম্যাগাজিনের কলকাতা কেন্দ্রিকতা কিংবা রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতেই হবে। লিটল ম্যাগাজিনের গায়ে মধ্যবিত্তের তক্‌মা লাগানোতে অনেকেই রুষ্ট হতে পারেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থাটা যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে সকলেই একমত হবেন। ব্যতিক্রম যে নেই - তা নয়। কিন্তু তা কেবল ব্যতিক্রমই এর চেয়ে বেশি কিছু নয়। লিটল ম্যাগাজিন মধ্যবিত্তের নিয়ন্ত্রণে আত্মপ্রকাশ করলেও তার আদর্শ 'শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই', অর্থাৎ বামপন্থী আদর্শ নিয়েই লিটল ম্যাগাজিনের জন্ম। যদিও কেউ কেউ পরে অতিবাম কিংবা দক্ষিণপন্থী চরিত্র অর্জন করে। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলির চরিত্রের মতো চরিত্রগত ভাবে লিটল ম্যাগাজিনগুলিকেও তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়-১। বাম ২। অতিবাম ৩। দক্ষিণপন্থী। যতই বিতর্ক সৃষ্টি হোক না কেন, লিটল ম্যাগাজিনের এই বিভাজন দিনের আলোর মতো সত্য। এই যে বিশাল সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন, এগুলিকে কোনও সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করা হয় নি। অর্থাৎ ট্রেডইউনিয়নিজম হোক অবশ্যই তা কাঙ্খিতনয়। এদেশের মুটে মজদুর, ভূমিহীন চাষি হকার - দের সংগঠন থাকলেও লিটল ম্যাগাজিনের কোন সংগঠন নেই। প্রশ্নটা আসলে একেবারেই রাজনৈতিক। রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন পেশার মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সংগঠিত করে। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনগুলির সংগঠকদের মধ্যে রাজনৈতিক মেরুকরণ থাকলেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারাআপাত নীরব থাকে। তবে আবার অনেককেই সরাসরি দলীয় রাজনীতির পৃষ্ঠপোষতা করতে দেখা যায়। লিটল ম্যগাজিন রাজনীতি মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিচরণ করুক - এজাতীয় গোল - গোল কিছু মন্তব্যও বাজারে শোনাযায়। প্রকৃতপক্ষে আমরা চাই বা না চাই, রাজনীতির বাইরে আমাদের অবস্থান থাকতে পারে না। সঠিক রাজনৈতিকসচেতনতা ব্যতিরেকে কোন লিটল ম্যাগাজিন বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না এবং তাদের দিয়ে সৎ সাহিত্যসৃষ্টিহওয়াও দুষ্কর।

এখন প্রশ্ন হলো লিটল ম্যাগাজিনগুলির কি সাধারণ একটা মঞ্চ তৈরী হওয়া জরুরী? সন্দীপ দত্তের লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র আছে, নবকুমার শীল - এর লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক সমিতি আছে। যদিও চরিত্রগতভাবে এ'দুই সংগঠন একেবারে স্বতন্ত্র। কিন্তু এই সংগঠনগুলিও তামাম লিটল ম্যাগাজিনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা গ্রহণ করে নি। যদিও একাজ অত্যন্ত দুরূহ। কারণ দশটি রাজনৈতিক দলকে কমন ইস্যুর ভিত্তিতেএকজোটে সামিল করানোর নজির আছে। কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনের ক্ষেত্রে? এখানেও তো কমন ইস্যু আছে! অথচ ঐক্যবদ্ধ হওয়া যাচ্ছে কৈ? এটা প্রকৃত সংগঠন তথা সংগঠকের অভাব, নাকি পত্রিকাগুলির চরম উন্নাসিক মানসিকতা এবং যে যার তার মতো মুখে যৌথ পরিবারের পক্ষে কথা বলা - কার্যত ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই? একবাক্যেপ্রায় সব লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করেন। সমালোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি'র লিটল ম্যাগাজিন মেলায় কবি, গল্পকার ও আলোচকদের তালিকা প্রস্তুতেরপ্রক্রিয়ার ওপর। সমালোচনা করেন বিভিন্ন জেলা (সরকারী) বইমেলা সহ কলকাতা বইমেলায় লিটল ম্যাগাজিনের অবহেলা নিয়ে। বহু লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদককে বলতে শোনা গেছে, অন্তত রেজিস্টার্ড পত্রিকাগুলিকে স্বল্পমূল্যে কাগজ (নিউজ প্রিন্ট নয়) সরবরাহ করতে। এছাড়া কলকাতার কোনও একটি পত্রিকা স্টলের ওপর শুধুমাত্র নির্ভর না করে, জেলায় জেলায় এজাতীয় বিক্রয়ের স্টল খোলা কিংবা চালু স্টলগুলিকে এবিষয়ে আগ্রহী করে তোলা- এমন অনেক ইস্যু আছে, যেগুলি নিয়ে যৌথ প্রতিবাদ হওয়া জরুরী। এসব প্রশ্নে লিটল ম্যাগাজিনগুলির একটি সারা বাংলা সংগঠন (অবশ্যই জবরদস্ত) গড়ে তোলার জন্য ভাবনার সময় মনে হয় উপস্থিত।

অতীতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে গ্রন্থমেলাতে লিটল ম্যাগাজিনের স্টল থাকতো। কলকাতা বইমেলাতেও আছে। গত ২০০০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কেবল লিটল ম্যাগাজিনগুলির জন্য মেলার ব্যবস্থা করেছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা - কেবল লিটল ম্যাগাজিন মেলাও এরাজ্যে ব্যবস্থা করছে। কাটোয়া, পুরুলিয়া, বরাহনগর, নবদ্বীপ, চন্দননগর - এসব স্থানে গত কয়েক বছর ধরে লিটল ম্যাগাজিন মেলা চলছে। খড়দহ ও বেলঘরিয়াতেও লিটল ম্যাগাজিন মেলা শুরু হয়েছিল, এখন বন্ধ। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সফল লিটল ম্যাগাজিন মেলা কিন্তু কাটোয়াতে হয়। এমনকি বাংলা আকাদেমির লিটল ম্যাগাজিন মেলাও কাটোয়া লিটল ম্যাগাজিন মেলার কাছে একেবারেই ম্লান। পুরুলিয়াও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। সে যাই হোক আসল কথা হলো লিটল ম্যাগাজিন মেলার সংখ্যা বাড়ছে এবং খুব মন্থর গতিতে হলেও এর প্রচার ও প্রসার বাড়ছে। প্রাসঙ্গিক একটা বিষয়উল্লেখ না করে পারা যাচ্ছে না। বিভিন্ন জেলা বইমেলাতে যেভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে খোলাখুলি নির্দেশ দেওয়া হয়- সাক্ষরতার স্টলে বই কিনতেই হবে, কিংবা অমুক অমুক স্টলে বই কিনতেই হবে। ঠিক তেমনি করে যদি বলাহয় - প্রতিটি গ্রন্থাগারকে অন্তত একটি লিটল ম্যাগাজিন কিনতেই হবে। তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়ায়? এ দাবীকি খুব অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অযৌক্তিক? তাহলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় লিটল ম্যাগাজিনের সামগ্রিক উন্নয়নের পক্ষে?আর পক্ষেই যদি হয়, তাহলে একটু আন্তরিক হলেই লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন এক অন্য মাত্রা পাবে, পেতেবাধ্য। আবার এক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। লিটল ম্যাগাজিনগুলির লড়াই - সংগ্রাম না বুঝি ভোঁতা হয়ে যায়। কিংবা সরকারী সহায়তার দ্বারা পত্রিকাগুলিকে না -বুঝি সরকারের বশংবদে পরিণত করা হয়।

যেন তেমন ভাবে একা বা একাধিক জনে একটা পত্রিকা বার করলেই হোল? পত্রিকার মান নিয়ে ক'জন ভাবেন? অসংখ্য পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে আবার বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। তা হোক, ক্ষতি নেই - এটাও লিটল ম্যাগাজিনেরএকটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্কুল পত্রিকার (সব স্কুল পত্রিকাই যে খারাপ, এমনটা ধরে নেওয়া ঠিক হবে না) চেয়েও নিম্নমানের লিটল ম্যাগাজিনের সংখ্যা নেহাত কম নয়। যে কারণে প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার থেকে লিটল ম্যাগাজিনকে স্বতন্ত্র আখ্যা দেওয়া। বহু পত্রিকার

চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা যাবে সেগুলির মধ্যেও প্রাতিষ্ঠানিকের চাপ পরিস্ফুট। বহু লিটল ম্যাগাজিন নামধারী পত্রিকাতে স্বাস্থ্য, নারী, খেলা, শিশুবিভাগ, আইন-আদালত, প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস, ছড়া - এভাবে আলাদা আলাদা বিভাগে লেখা ছাপা হয়। এধরণের পত্রিকাকে কেন যে লিটল ম্যাগাজিন বলা হয়, কিংবা ঐসব পত্রিকাগোষ্ঠীও যে কেন লিটল ম্যাগাজিনের দলে ভেড়েন-তা খোলা মনে বোধগম্য হয় না। চারপাতার ফোল্ডার নিয়েও লিটল ম্যাগাজিন ছাপা হয়। আসলে লিটল ম্যাগাজিন এমন একটা হাতিয়ার, একে মনে হয় যেমন খুশি, যেভাবে খুশি, যে খুশি ব্যবহার করতে পারেন। এখানেই লিটল ম্যাগাজিনের আর একটা সমস্যা। খুব প্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন এসে যায়, লিটল ম্যাগাজিন কাকে বলে? লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা এবং মন্তব্যগুলি এরকম - ১) ক্ষুদ্র পত্রিকা ২)অবাণিজ্যিক পত্রিকা ৩) সাহিত্যের আঁতুড় ঘর ৪) ছোট কাগজ ৫) অনিয়মিত এবং ক্ষুদ্র কলেবরের পত্রিকা ৬) নতুন কবি - লেখকদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম ৭) প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিষ্ঠান ৮) স্বল্প বাজেটের সাময়িকী ইত্যাদি।

উপরের উল্লেখিত লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে প্রচলিত মতগুলির মধ্যে একমাত্র ৭) নং এর বক্তব্যটিই উল্লেখযোগ্য। ১) নং, ৪) নং, ৫) খুব সাধারণ এবং অজ্ঞ মন্তব্য। ৩) নং এবং ৬) নং বক্তব্যগুলি বহু প্রচলিত। 'সাহিত্যের আঁতুড় ঘর' বলা মানেই খুব কাঁচা লেখা এবং 'নতুন কবি লেখকদের আত্মপ্রকাশের মাধ্যম' -অর্থাৎ এখানেও অপরিণত এবং নতুন কবি লেখকদের খুব সহজে লেখা ছাপার মাধ্যম হিসাবে লিটল ম্যাগাজিনের চরিত্রহননইকরা হয়। ২) নং এবং ৮) নং এর- বক্তব্যগুলি সাধারণভাবে দেখলে ভালো মনে হবে। কিন্তু আবাণিজ্যিক পত্রিকা'-র তকমা এঁটে আসলে বাজারি কাগজ থেকে পৃথকীকরণ করা হয়। লিটল ম্যাগাজিন আবাণিজ্যিক হলে তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। হচ্ছেও তাই বাণিজ্য শব্দটির সঙ্গে মুনাফা যুক্ত, আর এখানে আপত্তি। কিন্তু কেউ ভাবতেই পারেন না মুনাফা বাদ দিয়েও বাণিজ্য হতে পারে। পত্রিকা প্রকাশ করে লেখক - কবিদের সৌজন্য সংখ্যা, একে তাকে দু'চার কপি, দু'দশ কপি কবি লেখকরা কিনে নেয়, বাকী মেলা - টেলা হলে দু'চার কপি, যদি বিক্রি হয়। এভাবে একটা পত্রিকা চলতে পারে না। সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনকে বাণিজ্যের পথে যেতে হবে। আর এই বাণিজ্য মানে প্রকাশিত সংখ্যাগুলির বহুল প্রচারের দ্বারা পরবর্তী সংখ্যা প্রস্তুতের ক্ষেত্রে প্রসারিত করা। অর্থাৎ উৎপাদনমূল্য নাউঠলে ভর্তুকি দিয়ে উৎপাদন টিকিয়ে রাখার দশা যা হবার তাই হবে। সুতরাং এই অর্থে বাণিজ্য অবশ্যই দরকার। এটা না করতে পারলে লিটল ম্যাগাজিনের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। পত্রিকাটির প্রচার ভালো থাকায়, ভালো লেখাও আসবে কম, গুণমান মান নিম্নমুখী হবে। 'স্বল্প বাজেট' কথাটিও আপেক্ষিক, এই বক্তব্যটিও খুব কার্যকরী কিছু নয়। সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনের একটা সংজ্ঞা হতে পারে '-সমাজ প্রগতির আন্দোলন প্রতিবাদী চরিত্রনিয়ে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা পাল্টা প্রতিষ্ঠান।'

সরাসরি বাণিজ্যিক পত্রিকার বিরোধীতা করলেও আমরা আবার ঐ বাণিজ্যিক কাগজের দয়াদাক্ষিণ্য পেতেমরিয়া, কিংবা অন্তত 'বুড়ি ছোঁয়া'র মতো দু'এক লাইনও যদি লেখে তার জন্য লালায়িত হই। যদিও সব লিটল ম্যাগাজিন তা করে না। তবু অধিকাংশ লিটল ম্যাগাজিনের এধরণের একটা প্রবণতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। বাণিজ্যিক তথা বাজারি প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই লিটল ম্যাগাজিনের বন্ধু হতে পারে না। তা যদি হয়, তাহলে তো বলতে হয় টাটা-বিড়লা-রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে আমলাশোলের জনগণের বন্ধুত্ব হতে পারে। এখানেই লিটল ম্যাগাজিনের একটা চরিত্রগত মর্যাদা ও অস্তিত্বের লড়াই। এই লড়াই না থাকলে লিটল ম্যাগাজিনের সার্থকতা থাকে বলে তো মনে হয় না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবে যে শ্রেণী আছে, সাহিত্য - সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে শোষিত শ্রেণীর মধ্যে যে আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও পরস্পর বিরোধী লড়াই আছে, যার জন্য শোষকরা ঐক্যবদ্ধ নন। ঠিক যেমন বাজারী কাগজগুলোর ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ আছে শুধু তাই নয়, এদের একে অপরের সঙ্গে তলে তলে একটা সম্পর্ক থেকেই যায়। অথচ দু'বিঘার মালিকের সঙ্গে পাঁচ বিঘার দ্বন্দ্ব, এক জাতের সঙ্গে আর এক জাতের, ভাষাকে কেন্দ্র করে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য - এভাবে অসংখ্য বিভেদ শোষিত মানুষকে যেমন একসুরে বাঁধতে দেয় না, এক মঞ্চে মিলতে দেয় না - ঠিক তেমনি যদি লিটল ম্যাগাজিনগুলির হাঁড়ির খবর নেওয়া যায়, দেখা যাবে সামান্য ইতর - বিশেষ হলেও ছবিটা প্রায় একই।

একটা রাজনৈতিক দল ভেঙে এক বা একাধিক দল যেমন সৃষ্টি হয়েছে, ঠিক তেমনি একটা লিটল ম্যাগাজিন থেকে একাধিক লিটল ম্যাগাজিন সৃষ্টি হয়েছে। এধরণের একটা বিজ্ঞান আছে। নীতি ও আদর্শের জন্য একটা পত্রিকা থেকে বেরিয়ে অন্য পত্রিকার জন্ম দেওয়ার মধ্যে কোন স্ফৈরতন্ত্র কাজ করে না। বরং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে মেনে নেওয়া ভালো। এই বিভাজন যদি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ - এই বিজ্ঞান মেনে হয় তাহলে নতুন সৃষ্টি এগিয়ে তো যাবেই, পরন্তু তা পুরনো সংগঠনকে ছাড়িয়েও যাবে। 'ইস্‌ক্রা' পত্রিকার বয়স ১২ বছর (২০০৬ -এর মে মাস পর্যন্ত)। এর আগে 'আজ কাল পরশু' নামে ৪ বছর পত্রিকা বেরিয়েছে। 'আজ-কাল-পরশু' থেকে 'ইস্‌ক্রা' শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত নিয়ম মেনে চলার জন্য হয়েছে। সুতরাং ১৬ বছর বয়সে এই সংগঠনে নানা সময়ের অন্তত তিরিশ জন নানা সময়ের সম্পাদকমন্ডলীতে ছিল কিংবা আছেন। এই সময়ের মধ্যে মূল সংঘটন 'ইস্‌ক্রা' থেকে বেরিয়ে গিয়ে অন্তত পাঁচটি পত্রিকার জন্ম হয়েছে। দু'টি পত্রিকা সংগঠনে থাকতে থাকতে সমান্তরাল (কিংবা ঐ সংগঠকদের থেকে সহযোগী) কাগজ চালান। এখন একটিমাত্র পত্রিকা নামমাত্র টিকে আছে, বাকী সব মৃত। অর্থাৎ ঐ বিভাজন কিংবা সৃষ্টির পেছনে যে বিজ্ঞান কাজ করেনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। লিটল ম্যাগাজিনের এই ভাঙা - গড়াও একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্টের ভালো - মন্দ নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। তা না করে 'এটাই লিটল ম্যাগাজিনের বৈশিষ্ট্য' -একথা বলে 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' যেতে পারে, কিন্তু আসল সত্য উদ্‌ঘাটিত হবে না।

শতকরা ৯৫টি পত্রিকা প্রধানত সম্পাদক নির্ভর। লিটল ম্যাগাজিন বাস্তবিক একব্যক্তির সংগঠন। যদিও ঠাঁটবাদ দেখে মনে হবে গণতান্ত্রিক। ক'টা পত্রিকা সম্পাদকম'লীর গণতান্ত্রিক চিন্তার ফসল? হাতে গোনা কয়েকটিপত্রিকা এভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ওগুলো ব্যতিক্রম। যদিও প্রায় সব লিটল ম্যাগাজিনে সম্পাদক ছাড়াও কয়েকজনের নাম সম্পাদকম'লীতে ছাপা হয়। এই রীতি লিটল ম্যাগাজিনের অন্যতমপ্রধান সংকট। অত্যধিক সম্পাদক নির্ভরতা কার্যত সংগঠনটিকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করে, অর্থাৎ সম্পাদকেরব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছাই শেষ কথা বলে। ফলত একটা মস্তিষ্কের ফসল বার বার প্রকাশিত হয়। ঐ ফসল আরও উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় হয়ে উঠতে পারতো যদি একাধিক মস্তিষ্কের স্পর্শ পেত। পত্রিকার লেখা সংগ্রহ, ঐ লেখাগুলিমনোনীত করা, ছাপার জন্য দেওয়া, একাধিকবার প্রুফ দেখা, প্রচ্ছদের চিন্তা, প্রচ্ছদ ছাপতে দেওয়া, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ, অর্থের চিন্তা ও সংস্থান, কাগজ ক্রয়, ছাপাখানায় ট্রেসিং এবং পরে বাঁধাইখানায় ফর্মা পৌঁছানো, প্রকাশিত পত্রিকাগুলি স্টলে পৌঁছানো, বিজ্ঞাপন দাতার কপিগুলি বিল সমেত জমা দেওয়া, সময় মতো অর্থসংগ্রহ করা, ব্যাঙ্কে চেক জমা দেওয়া - এই যে বিশাল কর্মকা', এই কর্মকা' সম্পাদককে যদি সর্বদা যুক্ত থাকতে হয় - তাহলে তাঁর একনায়কতন্ত্র চালানো খুব অমূলক হবে কি? অথচ এই বিশাল কর্মকা' যদি ভাগাভাগি করে নেওয়া হয় তাহলে ঐ পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতা, সৃষ্টিশীলতা এবং পরমায়ু অনেক বেশি বেড়ে যেত। সম্পাদক কখন কী বলবেন সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকা মানে নিজেরও অপমান-এই বোধ না থাকলে তাঁরা সম্পাদকম'লীর কাণ্ডজেবাঘ হয়েই থেকে যাবেন। কালের বিবর্তনে এঁরা একদিন লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন থেকে ছিটকে গৃহপালিত হয়ে আত্মসন্তুষ্টি খোঁজার চেষ্টা করবেন। লিটল ম্যাগাজিনের স্থায়িত্ব, গুণগত মান, প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলা - এসবেরই এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যেত যদি, যৌথ পরিবারের মতো যে যার সাধ্যমত শ্রম ও অর্থ দেবে এবং পরিবারের সুখ - শান্তি - সম্পদে সমান অধিকার ভোগ ফলত লিটল ম্যাগাজিনের পরিচালন ব্যবস্থা একনায়কতন্ত্র,অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই চলে আসছে।

এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষিত ও সচেতন কবি বা লেখক, যাঁদের লেখা ও কাজের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ্য করার মতো। এঁদের লেখা যে কত মেকি তার অনেক অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যায়। যেমন ধরা যাক্, কোন লেখক বাজারি অর্থনীতি এবং ভোগবাদের বিরোধী, অন্তত তাঁর লেখায় সেরকমই তুলে ধরেছেন। অথচ ঐ লেখকের ব্যক্তিগত জীবনযাপন থেকে শুরু করে সমষ্টিক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ভোগবাদী ও বাজারি অর্থনীতির প্রবাবে টই-টম্বুর। মুখে সমাজতন্ত্রের কথা আওড়ালেও চরম ব্যক্তিস্বার্থে আচ্ছন্ন হয়ে থাকেন। এধরণের লেখকগোষ্ঠীকে সহজে চেনা খুব দুষ্কর। এঁরা বন্ধুর ছদ্মবেশে সংগঠনের সুদূর প্রসারী ক্ষতি সাধন করে দেন। কার্যত লিটল ম্যাগাজিনআন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হয়, বিপথে পরিচালিত হয়।

সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা বিস্তর। সমস্যা আছে বলেই এর লড়াইটা মাটি কামড়ে করতে হয়। এতসমস্যা নিয়্যে বাঙালির গর্ব লিটল ম্যাগাজিন। কারণ পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় এত বেশি সংখ্যায় পত্রিকা প্রকাশিত হয় না। কোন লেখা সদর্পে এবং নিঃসংকোচে প্রকাশ করার একমাত্র স্পর্দ্ধা লিটল ম্যাগাজিনেরই আছে। বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অনুসন্ধান এমনকি নতুন দিক উন্মোচন করে - লিটল ম্যাগাজিন বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিতে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বাক্ষর রেখেছে এবং আজও সে চেষ্টায় খামতি নেই,। 'বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা লিটল ম্যাগাজিনের কাজ নয়' -এজাতীয় মন্তব্য যে বা যাঁরা করেন, তাঁদের লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে ধারণাটাই স্বচ্ছ নেই। তবে ঐ 'বিশেষ সংখ্যা'র 'বিষয়' নির্বাচন নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটের উপযোগী যে 'বিশেষ সংখ্যা' বেরুচ্ছে - অবশ্যই তা লিটল ম্যাগাজিনের কাজ নয়। এর সামনে সাহিত্য - সংস্কৃতির চর্চার লেবেল থকল্যে, পেছনে থাকে ঐ বাজারী অর্থনীতিরই প্রভাব। বহু লিটল ম্যাগাজিন অসংখ্য বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে যেগুলি সংগ্রহযোগ্যই সুধু নয়, বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতিকে এক নতুন মাত্র দিয়েছে। ঐ সংখ্যাগুলিআবার প্রকাশ কার যায় কিনা ভেবে দেখা দরকার। এখনও অনেক লিটল ম্যাগাজিন, সমকালীন আর্থ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জনমত গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কবি, লেখকদের. ঐ সমস্যার সমাধানের জন্যম্যাগাজিনের বহু সংখ্যা বাজারি পত্রিকাগুলি চুপিসারে সংগ্রহ করে রাখে - ভবিষ্যতের রসদ নেওয়ার জন্য। বহু ছাত্র-ছাত্রী গবেষণার জন্য লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রে যাতায়াত করেন। এছাড়াও বিদেশে অনেকপত্রিকার বেশকিছু সংখ্যা আলোচিত তথা প্রশংসিত হয়েছে। কলকাতা বইমেলা' ০৬ -এ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে ঘুরে ঘুরে বই কিনতে দেখে তাঁরই এক পরিচিত জিজ্ঞাসা করেছিলেন-'অনেক বই কিনলি মনে হয় ? উত্তরে ঐ অধ্যাপক বললেন, 'এর আগের দিন কয়েকটা সংগ্রহ করেছি। বাকীগুলো আজ। আর আমি এই বইমেলায় শুধু লিটল ম্যাগাজিন কিনতেই আসি, এগুলি নিজের চর্চাতে যেমন লাগে,আবার ছাত্র - ছাত্রীদের পড়াতেও আমার খুব কাজে আসে।' কাটোয়ার এক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষককেও বেছে বেছে তাঁর বিষয়ের উপযোগী বই কিনতে প্রত্যেক বছরেই দেখা যায়। তাঁর কথায়, 'আসলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাস তো সব থোড় বড়ি খাড়া.... বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্ব কিংবা একটা বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে যেমন রেফারেন্স লাগে এগুলি লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া পাব কোথায় ?' বাঁকুড়া, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, মালদা - এরকম বেশ কিছু জেলা বইমেলায় এখনও অসংখ্য পাঠককে লিটল ম্যাগাজিন, কিংবা লিটল ম্যাগাজিন ঘেঁসা প্রকাশনার স্টলে দেখা যায়।

নিন্দুকেরা যে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করুন না কেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা আকাদেমির মাধ্যমে লিটল ম্যাগাজিন মেলা, কথা সাহিত্য উৎসব, কবিতা উৎসব, গান মেলা ইত্যাদি যে পদক্ষেপগুলি নিচ্ছে, তাতে উৎসাহিত না হওয়ার কোন কারণ নেই। ত্রুটি আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু যতটুকু সুযোগ - সুবিধা সরকার দিচ্ছে, তাতে তোলিটলম্যাগাজিনের উপকার ছাড়া অপকার হচ্ছে না। এই যে হাজারো প্রতিবন্ধ কতার মধ্যে রাজ্যসরকারের বন্ধুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি এটাকে আমরা লিটল ম্যাগাজিনের স্বার্থে সর্বোত্তম ব্যবহার করতে পারলে আখেরে লাভ হবে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির।

পরিশেষে উল্লেখ করা আবশ্যক, সমস্যা যদি সুচারুভাবে চিত্রায়িত হয় তাহলে তার মধ্যেই সমাধানের রূপরেখা থাকে। এই নিবন্ধে সমাধান বা সম্ভাবনার চেয়ে সমস্যা নিয়ে বেশি শব্দ ব্যয় করা হয়েছে। আসলে সমস্যাটাযদি পাঠক বুঝতে পারেন, সমাধানের পথ তো তিনিই বেছে নেবেন। পাঠককে নির্বোধ ভাবার মতো ধৃষ্টতা না দেখানোই ভালো।